২০

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 21 1999 ...
পৃষ্ঠা: ১ কলাম ২

বলিষ্ঠ জাতি গঠনে সরকার শিশু স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে

—প্রধানমন্ত্রী

বাসস ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একটি বলিষ্ঠ জাতি গঠনে তার সরকার শিশু স্বাস্থ্য ও শিশু শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। গতকাল ঢাকার মাতুয়াইলে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করে তিনি আরো বলেন, শিশুদের সুস্বাস্থ্য ও যথাযথ শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করে আমরা তাদের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

শেখ হাসিনা মাতৃস্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, একমাত্র সুস্থ মায়েরাই স্বাস্থ্যবান শিশু জন্ম দিতে পারেন। তিনি বলেন, শিশুদের সুস্থভাবে গড়ে তোলার জন্য তার সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর (ইপিআই) সাফল্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পোলিও টিকা দেয়ার ক্ষেত্রে তার সরকার ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পোলিও নির্মূলের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

তিনি বলেন, তার সরকার এ বছর থেকে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচীর আওতায় জরুরী সার্ভিস প্যাকেজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্যাকেজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মা ও শিশুকে সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা, সংক্রামক রোগ এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার হ্রাস করা।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, এই প্যাকেজের

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আওতায় প্রতি ৬ হাজার লোকের জন্য একটি কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। এর ফলে একজন রোগী দ্রুত স্বাস্থ্য সেবা পেতে সক্ষম হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

তিনি বলেন, অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় একটি জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের জন্য বাস্তব প্রচেষ্টা চালানো হয়।

তিনি আরো বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সুসংগঠিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষমতায় আসার পর তার সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি প্রণয়ন করেছে। একুশ শতকের প্রয়োজন পূরণে তার সরকার একটি গণমুখী স্বাস্থ্যনীতিও চূড়ান্ত করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট স্থাপনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ইন্সটিটিউট দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মা ও শিশুর প্রয়োজন পূরণ করবে। পাশাপাশি কমিউনিটি ও গ্রামভিত্তিক সংস্থা হিসেবে এই ইন্সটিটিউট প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং সেবার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা ও শিশু পুষ্টি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সালাহউদ্দীন ইউসুফ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আমানুল্লাহ, সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান, হাবিবুর রহমান মোল্লা, স্বাস্থ্য সচিব এম এম রেজা, ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক এম কিউ কে তালুকদার এবং বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফ্রেডারিক টি টেম্পলও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মা ও শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গত একদশকে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে বলেন, ১৯৮৫ সালে কোপেনহেগেন শীর্ষ সম্মেলনে তাদের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এ ধরনের সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে সেগুলো বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ শিশু অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘ ঘোষিত সনদেরও স্বাক্ষরকারী।

নারীর অধিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার সরকার সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে। এই নির্বাচনে মহিলারা প্রথমবারের মতো সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন।

নতুন কমপ্লেক্সটি ১২ দশমিক ৬২ একর জমির ওপর নির্মিত হয়। এতে ব্যয় হয় প্রায় ৬৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৮ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার এবং অবশিষ্ট ৩৮ কোটি টাকা বিশ্বব্যাংক দিয়েছে। এই কমপ্লেক্সে হাসপাতাল ভবন, ইন্সটিটিউট ভবন, প্রশিক্ষণ ডরমিটরি, সেবিকা ডরমিটরি, ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাসস্থান, একটি ব্যাংক, মসজিদ, ডাকঘর, ফার্মেসী ও প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই ইন্সটিটিউটে ১৩০টি শয্যাও রয়েছে, যার ৬৫টি শিশুদের জন্য এবং ৬৫টি মায়েদের।

প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্সটিটিউটের ফলক উন্মোচন ও মোনাজাত করেন। তিনি ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারাও রোপণ করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ উপস্থিত ছিলেন।